বেপরোয়া গতির নেশায় বুঁদ টিনএজ, বাইক দুর্ঘটনায় ছাত্রের মৃত্যুতে প্রশ্ন

রাজশ্রী প্রসাদ

পুরাতন মালদা, ১১ জুলাই ঃ সবে মাধ্যমিক পাস করে একাদশ শ্রেণিতে ভরতি হয়েছিল ছেলেটি। অথচ এরই মধ্যে মারণ মাদক থাবা বসিয়েছিল তার জীবনে। সঙ্গে চেপে বসেছিল বেপরোয়া বাইক চালানোর নেশাও। তাও আবার হেলমেট ছাড়াই। তারই জেরে প্রাণ দিতে হল বছর ১৬-র কিশোরকে। পুরাতন মালদা পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে সারদা কলোনির রাহুল ঘোষের মৃত্যুর জন্য এই কারণকেই তুলে ধরেছেন তার পরিবার ও প্রতিবেশীরা। ওই কিশোরের পরিবার জানিয়েছে, সদ্য মাধ্যমিক পাস করেই একাদশ শ্রেণিতে ভরতি হয়েছিল পেশায় সবজি ব্যবসায়ী রতন ঘোষের বড়ো ছেলে রাহুল। তবে ধীরে ধীরে বদ সঙ্গে পড়ে সে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে বলে জানিয়েছেন পরিবারের লোকেরা। শান্ত স্বভাবের হলেও মাঝে মাঝেই মাদক আসক্তির কারণেই বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতো সে। গত মঙ্গলবার বিকেলেও এক বন্ধুর স্কুটি করে ঘুরতে বেড়ায় তারা। ওই সময় তারা মদ্যপ ছিল বলে জানা গেছে। রাহুল বাইক বা স্কুটি চালানোয় তেমন দক্ষ না হলেও চালকের আসনে সেই বসেছিল। চেচু মোড়ের কাছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ইউ টার্ন নিয়ে রাঙামাটির রাস্তা ধরার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে স্কুটি সমেত পড়ে যায় তারা। রাহুলের বন্ধু পার্থ সাহা ও হৃদয় দাস স্কুটি থেকে ছিটকে পরে কোনোরকমে বাঁচলেও সজোরে আছড়ে পড়ে রাহুল। মাথায় গুরুতর আঘাত পায় সে। সন্ধ্যাবেলায় ওই ঘটনা ঘটার সময় এলাকাটি শুনসান থাকায় তার বন্ধুরাই তাকে প্রথমে মৌলপুর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাহুলকে মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়। তবে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হওয়ায় তাকে কলকাতায় রেফার করা হয়। রাহুলের পরিবারের লোকজন তাকে কলকাতায় নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। হাসপাতালে ভরতির আগেই মৃত্যু হয় জিকে হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রের। রাহুলের এই মৃত্যু ইতিমধ্যেই তুলে দিয়েছে একাধিক প্রশ্ন। তবে কি ১৮-র গণ্ডি ছোঁয়ার আগেই বাইকের নেশা পেয়ে বসেছে টিনএজারদের? তবে কি মারণ নেশাতেই আনন্দ খুঁজে নিচ্ছে এই প্রজন্মের কিশোরেরা? বর্তমানের ছবি অবশ্য সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে বলে মত অধিকাংশ মানুষের। রাহুলের পড়শিরা জানাচ্ছেন, এলাকার বেশিরভাগ উঠতি বয়সের কিশোরেরাই মাদক আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ছে। এখন খুব সহজেই অল্প টাকাতে নানারকম নেশার দ্রব্য টিনএজারদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের। এমনকি বহু ক্ষেত্রে স্কুল-কলেজও চোখে ধুলো দিয়ে চলছে মাদকের কারবার। বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন, পুরাতন মালদার বিভিন্ন এলাকায় রমরমিয়ে চলে মদ ও জুয়ার আসর। গভীর আমবাগানের মধ্যেও জুয়া ও মদের ঠেক চলে গভীর রাত পর্যন্ত। অথচ সবকিছু দেখেও পুলিশ নির্বিকার বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দা অভিযোগ করেন, পুরাতন মালদায় জুয়া ও মদের ঠেক চললেও পুলিশ নির্বিকার। সবকিছু জানলেও পুলিশ কিছু করে না। দুষ্কৃতীদের সঙ্গে বোঝাপড়া না থাকলে এমনটা হওয়া সম্ভব নয়। বেপরোয়া বাইকের গতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ব্যর্থ বলে অভিযোগ তাঁদের। হেলমেট ছাড়াই যেভাবে নাবালকরা ওলিগলি, রাজপথ দাপিয়ে বেড়ায়, তা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো পুলিশি ব্যবস্থা নজরে আসে না বলে দাবি রাহুলের পরিবারেরও। হেলমেট থাকলে বেঘোরে প্রাণ দিতে হত না তাকে। মৃতের মা আলপনা ঘোষ বলেন, ওর নিজের বাইক ছিল না। তাই হেলমেটও ছিল না। যদি মাথায় হেলমেট থাকত, তবে আমার ছেলেটা মারা যেত না। হেলমেটবিহীন বেপরোয়া বাইকের দাপাদাপি রুখতে ও বেআইনি মাদকের রমরমা ঠেকাতে পুলিশের আরো সক্রিয় হওয়া উচিত বলে মনে করেন সাধারণ মানুষ।

রাহুল ঘোষ। -ফাইলচিত্র

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার দুই

মালদা, ১১ জুলাই ঃ আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ল দুই অস্ত্রকারবারি। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩টি পাইপগান, ১টি নাইনএমএম পিস্তল ও ৫ রাউন্ড গুলি। ৭ দিনের পুলিশি রিমান্ড চেয়ে ধৃতদের বুধবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পুলিশসূত্রে জানা গেছে, আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচা চলছে ইংরেজবাজারের সুস্থানী মোড় এলাকায়। এই খবর পেয়ে আসরে নামে পুলিশ। এএসআই আনসারুল হকের নেতৃত্বে সাদা পোশাকের পুলিশদল ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। এলাকায় হানা দিয়ে দুইজন বিক্রেতাকেই ধরে ফেলে পুলিশ। ধৃতরা হলেন, তহিদ শেখ (২২) ও সাহিদ শেখ (১৯)। এরা দু'জনেই সহদর ভাই। এদের বাড়ি কালিয়াচকের কদমতলা এলাকায়। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে।

পুকুরে বৃদ্ধের দেহ

হবিবপুর, ১১ জুলাই ঃ পুকুরের জলে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ ভেসে ওঠায় বুধবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল হবিবপুরের কানতুর্কা এলাকায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হবিবপুর থানার পুলিশ। হবিবপুর ব্লকের কানতুর্কা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়ো ডাকুয়া পুকুর থেকে এদিন মৃতদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পুকুর থেকে উদ্ধার হওয়া মৃত ব্যক্তির নাম সোনা মার্ডি। বয়স প্রায় ৭৫। তিনি কানতুর্কা গ্রাম পঞ্চায়েতেরই গোয়ালপাড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। মঙ্গলবার থেকেই ওই ব্যক্তি নিখোঁজ ছিলেন। যদিও নিখোঁজ ব্যক্তির বিষয়ে থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে বৃদ্ধ নিখোঁজ থাকার পর পুকুরের জলে মৃতদেহ ভেসে ওঠার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু রহস্য নিয়ে গুঞ্জনও শুরু হয়েছে এলাকায়। মৃত ওই বৃদ্ধের ছেলে ভিনরাজ্যে কাজ করেন। বাড়িতে পুত্রবধূ ও দুই নাতিকে নিয়ে থাকতেন ওই বৃদ্ধ। স্থানীয় অনেকের মতে, এমনটাও হতে পারে প্রয়োজনে পুকুরে নেমে হয়তো আর জল থেকে উঠতে পারেননি ওই বৃদ্ধ।

পুলিশসূত্রে জানা গেছে, মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

পলাতক স্বামী, ধৃত শ্বশুর ও শাশুড়ি

পণের দাবিতে শ্বাসরোধ করে খুন গৃহবধূকে

কল্লোল মজুমদার ● মালদা

১১ জুলাই ঃ ব্যবসার জন্য বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য স্ত্রীকে চাপ দিত স্বামী। কিন্তু সেই চাপে মাথা নত না করায় খুন হতে হল স্ত্রীকে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, মদ্যপ স্বামী শ্বাসরোধ করে খুন করেছে স্ত্রীকে। আরো অভিযোগ, ঘটনার পর থেকেই গা ঢাকা দিয়েছে কীর্তিমান স্বামী। যদিও শ্বশুর ও শাশুড়িকে গ্রেফতার করে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। এই ঘটনা ঘিরে এদিন সকালে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল পুরাতন মালদার নারায়ণপুরের ঝাঁঝরা গ্রামে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

পুলিশসূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম অনিতা দাস (২৩)। অভিযুক্ত স্বামীর নাম উত্তম দাস। পরিবারের মানুষজন জানান, বছর তিনেক আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর এলাকার বাসিন্দা অনিতাদেবীর বিয়ে হয় ঝাঁঝরা গ্রামের বাসিন্দা উত্তম দাসের সঙ্গে। তিনি পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তাঁদের দেড় বছরের একটি মেয়েও রয়েছে। অভিযোগ, উত্তম মাদকাসক্ত। প্রতিদিন মদ্যপান করা নেশা তার। মদ্যপান করে সে প্রতিদিনই স্ত্রীকে মারধর করেই বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ দিত। টাকা দিয়ে সে নাকি ব্যবসা করবে। কিন্তু অনিতাদেবীর বাবা পেশায় ভিনরাজ্যের শ্রমিক। তাঁর পক্ষে জামাইয়ের দাবি মেনে বিপুল পরিমাণের টাকা দেওয়া সম্ভব হয়নি। পরিবারের আরো অভিযোগ, মাস দেড়েক আগে মারধর করে স্ত্রীকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেয় উত্তম। দিন পনেরো আগে উত্তমের বাবা অনিতাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। উত্তম মঙ্গলবার রাতে ফের মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীর উপর অত্যাচার শুরু করে। অভিযোগ, মারধরের পর অনিতার গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। অনিতার চিৎকারে তাঁর শ্বশুরমশাই ও প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। রাতেই তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করা হয়। চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে বুধবার ভোরে মৃত্যু হয় অনিতার।

বুধবার মালদা মেডিকেল কলেজ চত্বরে দাঁড়িয়ে অনিতার মেসো কাজল সরকার ও মাসি ষষ্ঠী সরকার অভিযোগ করেন, টাকার দাবি করে অনিতাকে প্রতিনিয়ত মারধর করত উত্তম। উত্তমই শ্বাসরোধ করে খুন করেছে অনিতাকে। এই ঘটনায় আমরা মালদা থানায় অভিযোগ জানাব। এদিকে ঘটনার পর থেকেই পলাতক উত্তম।

যদিও এদিন ওই গৃহবধূর মৃত্যুর পর তাঁর শ্বশুর গৌতম দাস ও শাশুড়ি হাসপাতালে গিয়ে অনিতার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে বিবাদ বাঁধিয়ে দেয়। এই নিয়ে হাসপাতালে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে পুলিশ গিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। এদিন রাতে ধৃতদের তুলে দেওয়া হয় মালদা থানার পুলিশের হাতে। মালদা থানার আইসি মানবেন্দ্র চক্রবর্তী জানান, ঘটনা নিয়ে তদন্ত চলছে।

মৃতের আত্মীয়াকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা। - সংবাদচিত্র

মত হ্যাজার্ডদের

প্রথম পাতার পর

আমার ছেলেদের জন্য গর্বিত। আমরাআমাদের সবটা দিয়েছি। ফ্রান্সকে ফাইনালের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।'তবে আপাতত তিনি দলের পারফরম্যান্স নিয়ে এখনই নাড়াচাড়া করছেন না। মে মাসেই আগামী দু-বছরের জন্য বেলজিয়ামের দায়িত্ব পেয়েছেন নতুনকরে। নিশ্চিতভাবেই বুধবার থেকেই তাঁর আগামী ইউরোর ভাবনাচিন্তা শুরু হয়ে গেল।বলেওগেলেন, 'এখনই এই টুর্নামেন্টে আমরা কেমন খেলেছি তার বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তৃতীয় স্থানাধিকারীর ম্যাচ খেলতে হবে আগে। তারপর দেখা যাবে কীভাবে আবার দলটাকে নতুনকরে তৈরি করা যায়।তবে অবশ্যই আমার চোখ এখন ২০২০-র আগামী ইউরোর দিকে থাকবে। প্রতি টুর্নামেন্টে কীভাবে দলের উন্নতি করাসম্ভব সেটা দেখাই আমার কাজ। আরও তরুণ ফুটবলার তুলে আনতে হবে।' বেলজিয়ামের ২৩ জনের দলে সাতজন ইতিমধ্যেই তিরিশের কোটায়। তিনি যে হতাশ তা গোপন করেননি প্রাক্তন উইগান এবং এভারটন কোচ। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বলে ফেলেন, 'অবশ্যই প্রচণ্ড হতাশ আমি। আমরা এখানে দারুণ খেলে শেষ চারে পৌঁছোতে আসিনি। এসেছিলাম চ্যাম্পিয়ন হতে। তাই আমার ছেলেরা এখন প্রত্যেকেই অসম্ভব মানসিক কষ্টের মধ্যে আছে। ফ্রান্স বড়ো দল। ওরা পরিস্থিতিটা দারুণভাবে কাজে লাগাতে পারল, তবে আমরাও চেষ্টা করেছিলাম।' বেলজিয়ামের মতো দেশে প্রতিভার যে কোনো অভাব নেই তা জানাতে ভোলেননি তাদের স্প্যানিশ কোচ।

কোচের মতোই দলের অন্যতম সিনিয়র ফুটবলার ভিনসেন্ট কোম্পানিও ফ্রান্সকে কৃতিত্ব দিয়েছেন গত রাতে হারের পর। নিজেদের খেলায় হতাশ এই অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার। তিনি বলেন, 'আমরা যে ফ্রান্সের থেকে খারাপ খেলেছি তা নয়। বরং ম্যাচটা আমাদেরই নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু সমস্যাটা হয়ে গেল, সুযোগগুলোকে গোলে পরিণত করার ক্ষেত্রে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দিনটা আমাদের ছিল না। অত্যন্ত হতাশ লাগছে। তবে এটাই ফুটবল। ফাইনালে ওঠার জন্য ওদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবে এটুকু বলতে পারি যারাই চ্যাম্পিয়ন হোক না কেন, তারা কিন্তু কেউই আমাদের থেকে শক্তিশালী নয়।' তার কথার মধ্যে গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে নক-আউটে ওঠার প্রচ্ছন্ন গর্ব কোথাও একটা লুকিয়ে থাকে।তাই ফ্রান্সের মুখোমুখি ইংল্যান্ড হলে তারাও যে এক সময়ে বেলজিয়ামের কাছে হেরেছে তা মনে করিয়ে দেন তিনি।কোম্পানি রেখেঢেকে বললেও, গোলরক্ষক কুর্তোয়া কিন্তু কড়া কড়া কথাবার্তা বলেছেন হুগো লরিসদের উদ্দেশ্যে। তিনি মনে করেন না সেন্ট পিটার্সবার্গে যোগ্য দল জিতে ফাইনালে গিয়েছে।

বরং ফ্রান্স যে অখেলোয়াড়োচিত মনোভাব দেখিয়েছে সেকথাই বারবার বলেন ম্যাচের পর। তারা সত্যিকারের ফুটবলের মজা দর্শকদের দিতে চায়নি জানিয়ে বেলজিয়াম গোলরক্ষক বলেন, 'ফ্রান্স যা করেছে তা ফুটবল বিরোধী। ওদের ট্যাকটিক্স ঠিক ছিল না। হ্যাঁ, অবশ্যই ওদের এভাবে খেলার অধিকার আছে। কারণ ওরা জানত ওপেন ফুটবল খেললে আমাদের আটকাতে পারবে না। তাই ডিফেন্সিভ এবং কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ফুটবল খেলেছে ওরা। তবে এটুকু বলতে পারি, ওদের এই খেলাটা দেখতে কারোরই ভালো লাগেনি।'তাঁর দলের অধিনায়ক অবশ্য আরও রুক্ষভাবে বলেন, 'আমি এই ফ্রান্স দলটার হয়ে জেতার থেকে বেলজিয়ামের হয়ে খেলে হারতে বেশি পছন্দ করব।' হ্যাজার্ড এবং কুর্তোয়া দুজনেই রেফারিকেও হারের জন্য সমানভাবে দায়ী করেন। কেভিন ডি' ব্রুয়েন অবশ্য এতটা সরাসরি নয় বরং খানিকটা ব্যঙ্গ এবং কিছুটা দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলে দেন, 'আমাকে দেখে কি আপনাদের ফ্রান্সের উপর খুব বিরক্ত হয়েছি বলে মনে হচ্ছে? আমি ম্যান সিটিতে খেলি। যাদের বিপক্ষে অন্তত ৯০ শতাংশ দলই এভাবেই খেলে থাকে। কী আর করা যাবে। এটাই ফুটবল। ওরা যেটা করতে চেয়েছে সেটাই ভালোভাবে করেছে। একটাই সুযোগ আর সেটাই গোল। আমরা সেটা পারিনি।' অনেকেরই বক্তব্য, আগামী মরশুমে বেশ কিছু ফরাসিফুটবলারের সঙ্গে সাজঘর ভাগ করে নেবেন বলেই খুব বেশি আক্রমণাত্মক হননি ব্রুয়েন।

মালদার সভায় বক্তব্য রাখছেন শুভেন্দু অধিকারী। - সংবাদচিত্র

শপথ নেওয়ার আগেই প্রশিক্ষণ পাবেন জনপ্রতিনিধিরা

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত

বালুরঘাট, ১১ জুলাই ঃ বোর্ড গঠনের বিজ্ঞপ্তিই জারি হয়নি। তবে শপথ গ্রহণের আগেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশিক্ষণ দেবে প্রশাসন। আগামী ১৬ জুলাই থেকে জেলায় ওই প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হচ্ছে। মোট তিনদিন করে চলবে ওই শিবিরগুলি। তবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ডাকা হলেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়াদের ডাকা হচ্ছে না এই শিবিরে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

উল্লেখ্য, সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল প্রকাশ হলেও, আজও বোর্ড গঠনের বিজ্ঞপ্তিই জারি হয়নি রাজ্যে। ফলে রাজ্যের পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলাপরিষদের বোর্ড গঠন এখনো হয়নি। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা তার ফলে এখনো শপথ গ্রহণই করেননি। এদিকে, সারা রাজ্যে তো বটেই, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন অনেকে। পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি মিলিয়ে সেই সংখ্যাটা প্রায় ৬০ জন। তাদের বাদ দিয়েই অবশ্য প্রশিক্ষণ হবে দক্ষিণ দিনাজপুরে। জেলা প্রশাসনের বালুরঘাটের আটইর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই ওই প্রশিক্ষণগুলি হবে। ১৬ জুলাই থেকে শুরু করা ওই প্রশিক্ষণে গড়ে ৮০ জন করে জনপ্রতিনিধিকে ডাকা হচ্ছে। তিনদিনের আবাসিক ওই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জনপ্রতিনিধিদের সরকারি প্রকল্প, তাদের কাজ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় ধরে ধরে জানানো হবে।

রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের নিয়োজিত সংস্থা সোসাইটি ফর ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ অন পঞ্চায়েত অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্টের উদ্যোগেই ওই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রতিবারই এমন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। তবে অন্যান্য বার শপথ গ্রহণের পর জনপ্রতিনিধিরা ওই প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিলেও, এবারে কিন্তু শপথের আগেই ওই প্রশিক্ষণ শিবিরে যেতে হচ্ছে তাদের। শিবিরগুলিতে জনপ্রতিনিধিদের থাকা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। তাদের কোনো প্রতিনিধিকে (যেমন স্ত্রী বা স্বামী) ওই শিবিরে ঢোকার অনুমতি মিলবে না। তবে জনপ্রতিনিধিরা তাদের শিশুসন্তানদের নিয়েই শিবিরে আসবে। সেক্ষেত্রে স্বনির্ভর দলের মহিলাদের শিশুর দেখভালের জন্য নিয়োজিত করবে প্রশাসনই। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক কৃত্তিবাস নায়েক জানান, আগামী ১৬ই জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ। সেই প্রস্তুতিই চলছে।

গঙ্গারামপুরে তৃণমূলের সভার ছবিটি তুলেছেন চয়ন হোড়।

গঙ্গারামপুরে শহিদ দিবসের প্রস্তুতি সভা

গঙ্গারামপুর, ১১ জুলাই ঃ ২১ জুলাই শহিদ দিবসের প্রস্তুতি হিসাবে বুধবার সন্ধ্যায় গঙ্গারামপুরে একটি সভা করল স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি বিপ্লব মিত্র। বিধায়ক গৌতম দাস, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান রাজেন শীল, বুনিয়াদপুর পুরসভার চেয়ারম্যান অনিল বর্মন, জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি উত্তম ঘোষ প্রমুখ। কলকাতার শহিদ সমাবেশে দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে যাতে বেশি সংখ্যক তৃণমূল কর্মী অংশ নিতে পারে, সেই বিষয়ে এদিনের সভায় আলোচনা হয়। বিপ্লব মিত্র জানান, '২১ জুলাই কলকাতায় শহিদ দিবসের প্রস্তুতি হিসাবে এদিনের সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল নিয়েও সাংগঠনিক স্তরে আলোচনা হয়েছে। '

সচেতনতা শিবির

হিলি, ১১ জুলাই ঃ ডাইনি প্রথা, কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীপাচার সহ বাইক চালানোর সময় হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক, এসব বিষয় নিয়ে হিলি থানার পুলিশের উদ্যোগে রবিবার জামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঙালিপুর হাটে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। হিলি থানার ওসি টাসি থিরিং শেরপা বলেন, নারীপাচার, বাল্যবিবাহ রোধ এবং কুসংস্কার দূর করার উদ্দেশ্যেই এই সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

জমি মাফিয়াচক্রে পুলিশ আছে : মুখ্যমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান।' এ প্রসঙ্গে দার্জিলিংয়ের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দার্জিলিংয়ের একটা ঘটনা আমি জানি। এসডিএলএলআরও নিজে কয়েকটি বেআইনি জায়গা অফিসিয়াল করে দিয়েছেন। ওনার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাউকে ছাড়া হবে না, সে যেই হোক।' মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'কত টাকা প্রয়োজন হয় একজন লোকের? অসদুপায়ে রোজগার করব কেন? কী প্রয়োজন? অসদুপায়ে রোজগার করলে একদিন না একদিন ধরা পড়বেই। জলপাইগুড়ির একটি ঘটনা শুনেছি। আমরা তদন্ত করছি। দার্জিলিংয়ের একটি ঘটনারও তদন্ত হচ্ছে। আমরা ব্যবস্থা নেব।'

এবারের সফরে তিনি যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার জমি মাফিয়াদের সম্পর্কে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করে এসেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিটি মন্তব্যে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি যখন বলেন,'শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির কাছাকাছি ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় কেউ কেউ এই কাজ করে,' তখন উপস্থিত পুলিশ অফিসারদেও অবাক হতে দেখা যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চ আছে। আমি সুরজিৎবাবুকে বলব, এটাকে আরও সক্রিয় করতে। হাতেনাতে ধরতে হবে ওইসব লোককে।

তবে এরা বুঝবে, না হলে জীবনে বুঝবে না।' এরপর মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন, তার মধ্যে গোটা রাজ্যের পুলিশ, প্রশাসন ও শাসক দলের কর্মীদের প্রতি স্পষ্ট বার্তা রয়েছে। যাঁদের সম্পর্কে অভিযোগ তাঁর কানে পৌঁছেছে অনেকটা যেন তাঁদের বার্তা দিতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা এসব করে ঘরে ঢোকাচ্ছে। কিছু লোক আছে, ওইসব জমিতে ঘুঘুর বাসা বেঁধে বসে আছে, সেই ঘুঘুর বাসা ভেঙে দিতে নির্দেশ দিয়েছি।'

সাপ নিয়ে

প্রথম পাতার পর

ঘটনাটি ঘটে রায়গঞ্জ থানার বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের শিয়ালতোড় গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দারা আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই পড়ুয়াকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন মেডিসিন বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুস সালাম। ওই ছাত্রের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বর্তমানে রাখা হয়েছে সিসিইউ বিভাগে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ওই ছাত্রের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ওই ছাত্রের নাম রুবেল আক্তার (১৩)। সে বাহিন হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। ওই ছাত্রের বাবা সজিবুল হক বলেন, স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় বাড়ির সামনেই বিষধর মাছুয়া আলাদ সাপ আমার ছেলের ডান পায়ে ছোবল মারে। সাপটিকে দেখতেও পায় সে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয় রুবেল। স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করলে মেডিসিন বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই ছাত্রকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট বিভাগে স্থানান্তরিত করে। এদিন ওই ছাত্রের হাসপাতাল ক্যাম্পাসে সিসিইউ বিভাগে খবর নিতে গেলে চিকিৎসকরা জানান, ছাত্রটি ভেন্টিলেশনে রয়েছে।

অভিযুক্ত মৃতরাও

প্রথম পাতার পর

এতদিন গ্রেফতার হয়নি কোনো অভিযুক্ত। এই অবস্থায় বিজেপি নেতৃত্ব দলীয় নেতা-কর্মীদের বাঁচাতে সম্প্রতি আদালতে আগাম জামিনের আবেদন জানায়। পূর্ব দুর্গাপুরের বাসিন্দা বিজেপির স্থানীয় নেতা বিধান দেবশর্মা সহ মোট ৭ অভিযুক্তের পক্ষে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে এই আগাম জামিনের আবেদন জমা পড়ে। সোমবার সেই মামলায় জেলা আদালত অভিযুক্তদের আগাম জামিন মঞ্জুর করেছে বলে দাবি বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক তথা এই মামলায় আসামি পক্ষের আইনজীবী দলের সদস্য অমিত সাহার। এই মামলায় অমিত সাহা ছাড়াও জয়ন্তকুমার ব্যানার্জি আসামি পক্ষের হয়ে আদালতে সওয়াল করে তুলে ধরেন পুলিশের কীর্তি। যে ১০৪ জনের নামে পুলিশকে মারার অভিযোগ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে অধর দেবশর্মা ও উপাসী দেবশর্মা মৃত। ২০১৬-১৭ সালে এঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে আদালতের কাছে নথি পেশ করে পুলিশের এই মামলাকে গুরুত্বহীন প্রমাণের চেষ্টা করেন জয়ন্তকুমার ব্যানার্জি ও অমিত সাহার জুটি। বিচারক আইনজীবীদের সওয়ালকে মান্যতা দিয়ে পুলিশ পেটানোর এই মামলায় অভিযুক্তদের আগাম জামিন মঞ্জুর করেন। অমিত সাহা জানান, পুলিশ একটি মিথ্যা মামলা সাজিয়েছিল পঞ্চায়েত ভোটে শাসকদলকে সুবিধা পাইয়ে দিতে। কিন্তু পুলিশের সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এফআইআরে মৃতদের নাম থাকায়। এই মামলায় আদালত ৩ হাজার টাকার বন্ডে আগাম জামিন মঞ্জুর করেছে। এর সঙ্গে ১৫ দিন অন্তর অভিযুক্তদের থানায় হাজিরার নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে পুলিশ আক্রান্ত হওয়ার এই গুরুতর মামলায় অভিযুক্ত তালিকায় মৃতদের নাম কীভাবে এল তা নিয়ে মুখ খুলতে চাইছে না কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। উলটে পুলিশের মুখ পোড়ায় অস্বস্তি ছড়িয়েছে কালিয়াগঞ্জ থানায়।

কাঁসা-পিতলের ব্যবসা ছিল লোক দেখানো, জেরায় কবুল লক্ষ্মণের

পুরাতন মালদা, ১১ জুলাই ঃ পাড়ায় নিজের ইমেজ ধরে রাখতেই কৌশলে কাঁসা, পিতলের ব্যবসা ফেঁদেছিল নলডুবি অস্ত্র কারখানার মালিক লক্ষ্মণ সাহা। পাড়ার লোকের যাতে সন্দেহ না হয় সেজন্য বাড়ির পেছনের নিরিবিলিতে অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম বসানো হয়েছিল। বাড়িটিতে ঢোকার জন্য দরজার বদলে রাখা হয়েছিল শাটার। সেই শাটার বন্ধ রেখেই ভেতরে চলত অস্ত্র তৈরির কাজ। পুলিশের কাছে জেরায় প্রাথমিকভাবে এমনটাই কবুল করেছে পাটনা থেকে ধৃত লক্ষ্মণ সাহা। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর, জেরায় লক্ষ্মণ জানিয়েছে যে, অর্ডার পেলেই নলডুবির কারখানাতে কাজ শুরু হত। এজন্য অস্ত্র তৈরির দক্ষ কর্মীদের বিহারের মুঙ্গের থেকে ভাড়া করে আনা হত। অর্ডার পাওয়া অস্ত্র তৈরি হয়ে গেলে তা মূলত সড়কপথেই পাচার করা হত। তাই মাঝে মাঝে নলডুবির বাড়িটিতে কাজ চলত। বাকি সময় বাড়িটি ফাঁকাই থাকত বলে জানিয়েছে সে। এই কাজে তার ডান হাত হিসাবে কাজ করত ঝাড়খণ্ডের রাজমহলের আক্রম আলম। যদিও কাদের কাছে সে